

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/০২/২০০৩

তারিখঃ ০৪/০৮/২০০৩ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)/২০০৩-২০০৪

বিষয়ঃ ২০০৩ এর বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহের ব্যাখ্যা

অর্থ আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও ভ্রমণকর আইন, ২০০৩ এ কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা, ভ্রমণ কর আইনে আনীত সংশোধনী এবং এস.আর.ও এর মাধ্যমে আনীত বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলোঃ

ব্যক্তি শ্রেণীর কর হার

১। ইতোপূর্বে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ছিল ৭৫,০০০ টাকা। অর্থ আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে করমুক্ত আয়ের সীমা ৯০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করে ব্যক্তি-করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর হার প্রবর্তন করা হয়েছেঃ

	হার
(১) প্রথম ৯০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(২) পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(৩) পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(৪) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(৫) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে সর্বনিম্ন প্রদেয় আয়কর হবে ১,২০০/- টাকা। পরিবর্তিত এ কর হার ২০০৩-২০০৪ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

কোম্পানীর কর হার পরিবর্তন

২। ইতোপূর্বে কোম্পানী করদাতাদের জন্য কর হার ছিল 'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী'র ক্ষেত্রে (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) ৩০%, নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) ৩৫% এবং ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪০%। অর্থ আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে কোম্পানী করদাতাদের কর হার নিম্নরূপে পরিবর্তন করা হয়েছেঃ

(ক) পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) এর ক্ষেত্রে ৩০ %

তবে কোন পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) ১০% এর কম লভ্যাংশ ঘোষণা করলে বা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমা অর্থাৎ ঘোষণার ৬০ দিনের মধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করলে সে ক্ষেত্রে কর হার হবে ৩৭.৫%

অপর পক্ষে, উপরিউক্ত শ্রেণীভুক্ত কোন কোম্পানী যদি ২০ % এর চেয়ে বেশী লভ্যাংশ ঘোষণা করে এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান করে তা হলে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত প্রাপ্য হবে।

(খ) নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) এর ক্ষেত্রে ৩৭.৫%

(গ) ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে.. ৪৫%।

পরিবর্তিত এ কর হার ২০০৩-২০০৪ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

অডিট ফার্মসহ পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান

৩। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪ ধারায় উপ-ধারা-(2A) সংযোজনের মাধ্যমে আয়কর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা এবং কর আহরণ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অডিট ফার্ম, কষ্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম, সার্ভেয়ার, প্রকৌশলী ইত্যাদি পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে নিয়োগ করার ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করবেন এবং ঐ কার্য সম্পাদনের জন্য তারা আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবেন।

কোম্পানীসমূহের ডিভিডেন্ড প্রদানের বেলায় dividend distribution tax আরোপ

৪। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন 16D ধারা সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক ডিভিডেন্ড ঘোষণার ক্ষেত্রে ১০% হারে dividend distribution tax আরোপের বিধান করা হয়েছে। ডিভিডেন্ড ঘোষণার ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে এই dividend distribution tax পরিশোধ করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০৩ বা এর পরে ঘোষিত ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

যেসব কোম্পানীর ক্ষেত্রে dividend distribution tax আরোপিত হয় সেসব ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের হাতে ডিভিডেন্ড আয় করমুক্ত হবে।

অধ্যাদেশের 46A ধারা অনুসারে কর অবকাশভোগী কোম্পানীর ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে 46A ধারার (7) উপ-ধারায় প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

অধ্যাদেশের 44(4)(b) ধারার আওতায় প্রণীত প্রজ্ঞাপনে কোন কোম্পানীর আয় কর অব্যাহতিযোগ্য হলে তাদের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। এলক্ষ্যে এই ধারার সংশ্লিষ্ট ক্লজ প্রভাইসো সংযোজন করা হয়েছে।

তবে অধ্যাদেশের 2 ধারার ক্লজ (26) এর সাব-ক্লজ (dd) এবং সাব-ক্লজ (e) অনুসারে নিরূপিত 'deemed dividend' এর ক্ষেত্রে এ বিধানটি প্রযোজ্য হবে না।

Dividend distribution tax কে 'tax' এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে 'tax' এর সংজ্ঞা সংক্রান্ত 2(62) ধারায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ডিভিডেন্ড বিতরণকালে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের 54 ধারায় আনুসঙ্গিক পরিবর্তন এনে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, যে সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে dividend distribution tax আরোপযোগ্য সে সব কোম্পানীকে ডিভিডেন্ড প্রদানকালে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে না।

মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউনিট ফান্ড কর্তৃক ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে dividend distribution tax আরোপযোগ্য হবে না।

উল্লেখ্য, dividend distribution tax আয়করেরই একটি অংশ বিধায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর কর নির্ধারণকালে তা অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

লিজিং কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মওকুফকৃত

ঋণ বা ঋণের সুদকে আয় হিসেবে গণ্য না করা

- ৫। 19 ধারার (11) উপ-ধারা অনুসারে ঋণ গ্রহীতার দায় ঋণ প্রদানকারী আংশিক বা সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিলে মওকুফের বছরে তা ঋণ গ্রহীতার আয় হিসেবে গণ্য হয়। তবে এ উপ-ধারার proviso অনুসারে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ তফশীলী ব্যাংক কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণ বা ঋণের সুদ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করলে মওকুফকৃত অংক ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য হয় না। অর্থ আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে লিজিং কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মওকুফকৃত ঋণ বা ঋণের সুদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ লিজিং কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মওকুফকৃত ঋণ বা ঋণের সুদও ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে আয় হিসেবে গণ্য না করার বিধান করা হয়েছে। সংশোধিত বিধানটি ২০০৩-২০০৪ কর বছর থেকে প্রযোজ্য হবে।

ব্যাংক ঋণের সুদ ও বছরের মধ্যে পরিশোধ না করে পরবর্তীতে পরিশোধ করলে
তা ঋণ গ্রহীতার অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গণ্য করণ

- ৬। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19(15) ধারার proviso অনুসারে কোন করদাতা ব্যাংক ঋণের সুদ ও বছরের মধ্যে পরিশোধ না করা হলে চতুর্থ বছরে ঐ অপরিশোধিত সুদ তার আয় হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু পরবর্তীতে করদাতা যদি উক্ত সুদ পরিশোধ করেন তা হলে তা খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হয় না। বিদ্যমান provisoটি সংশোধন করে পরবর্তীতে পরিশোধিত সুদের ক্ষেত্রে পরিশোধিত অংক বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য করা হয়েছে। বিধানটি ২০০৩-২০০৪ কর বছর থেকে প্রযোজ্য হবে।

ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে যে কোন
অংকের বিনিয়োগ বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহণ

- ৭। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19AAA ধারা সংশোধনের মাধ্যমে ১লা জুলাই ২০০৩ থেকে ৩০শে জুন ২০০৫ সময়বৃত্তে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে যেকোন অংকের বিনিয়োগ বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহণের বিধান করা হয়েছে। তবে ক্রয়ের ২ বছরের মধ্যে শেয়ার হস্তান্তর করলে সেক্ষেত্রে এ সুবিধা পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ বিনিয়োগের ২ বছর পর্যন্ত যে শেয়ার হস্তান্তর হবে না কেবল সে বিনিয়োগই বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্য হবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মন্দ ও কু-ঋণের provision বাবদ
অনুমোদনযোগ্য অংকের সীমা ৩% থেকে ২% এ হ্রাস

- ৮। ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (xviiiia) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট বকেয়া ঋণের ৩% পর্যন্ত মন্দ ও কুঋণের provision বাবদ ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়। এ ধারা সংশোধনের মাধ্যমে বকেয়া ঋণের ২% পর্যন্ত মন্দ ও কুঋণের provision বাবদ ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে গ্রাহ্য করার বিধান করা হয়েছে।

অনুমোদনযোগ্য ব্যবসায়িক খরচ সংক্রান্ত ধারা 30 এর সংশোধন

- ৯। (ক) ধারা 30 এর নতুন ক্লজ (g) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোম্পানীর মুনাফার সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত হেড অফিস খরচ কর নির্ধারণকালে অনুমোদনযোগ্য হবে। অর্থাৎ ব্রাঞ্চ কোম্পানীর কর নির্ধারণকালে প্রদর্শিত নীট মুনাফা থেকে পরবর্তীতে বিবেচনার জন্য প্রথমে দাবীকৃত এ খরচ বাদ দিতে হবে; এর ফলে যে মুনাফা নির্ণীত হবে তা থেকে হেড অফিস খরচের দাবীকৃত অংক অথবা নির্ণীত মুনাফার ১০% এর মধ্যে যেটি কম তা অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গ্রাহ্য করে আয় নির্ণয় করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০৩ বা তার পরে উদ্ভূত খরচের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(খ) ধারা 30 এর নতুন ক্রাজ (h) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার সর্বোচ্চ ২.৫% পর্যন্ত রয়ালটি, টেকনিক্যাল নো হাউ ফি, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ফি বা টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফি কর নির্ধারণকালে অনুমোদনযোগ্য হবে। অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ২.৫% এর অতিরিক্ত রয়ালটি, টেকনিক্যাল নো হাউ ফি, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ফি বা টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফি কর নির্ধারণকালে অনুমোদনযোগ্য হবে না। কর নির্ধারণকালে করদাতার প্রদর্শিত নীট মুনাফা থেকে পরবর্তীতে বিবেচনার জন্য প্রথমে দাবীকৃত রয়ালটি, টেকনিক্যাল নো হাউ ফি, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ফি বা টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফি খরচ বাদ দিতে হবে; এর ফলে যে মুনাফা নির্ণীত হবে তা থেকে রয়ালটি, টেকনিক্যাল নো হাউ ফি, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ফি বা টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফি বাবদ দাবীকৃত খরচ অথবা নির্ণীত মুনাফার ২.৫% এর মধ্যে যেটি কম তা অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গ্রাহ্য করে আয় নির্ণয় করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০৩ বা তার পরে উদ্ভূত খরচের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

ব্যবসার আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত (ক) ও (খ) এবং আয়কর বিধি-৬৫ এর আওতায় অনুমোদনযোগ্য খরচ কিভাবে পরিগননা করতে হবে তার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ-

অনুমোদনযোগ্য হেড অফিস খরচ এবং রয়ালটি, টেকনিক্যাল নো হাউ ফি এবং অনুরূপ অন্যান্য ফি এর খরচ পরিগণনার ক্ষেত্রে কর নির্ধারণী আদেশে অবচয় পরবর্তী মুনাফাকে ভিত্তি ধরে এর উপর হেড অফিস খরচের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% এবং রয়ালটি, টেকনিক্যাল নো হাউ ফি এবং অনুরূপ অন্যান্য ফি এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২.৫% এবং আয়কর বিধি-৬৫ অনুসারে আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন করে করদাতার ব্যবসার আয় নিরূপন করতে হবে। উল্লেখ্য দাবীকৃত হেড অফিস খরচ এবং রয়ালটি, টেকনিক্যাল নো হাউ ফি খরচ উপরিউক্ত বিধান অনুসারে নির্ণীত সর্বোচ্চ অংকের চেয়ে কম হলে দাবীকৃত অংকই খরচ হিসেবে অনুমোদন করতে হবে। আরও উল্লেখ্য যে, আয়কর বিধি-৬৫ তে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

কর অব্যাহতিযোগ্য কোম্পানীর উপর dividend distribution tax আরোপ সংক্রান্ত ধারা 44 সংশোধন

১০। 44 ধারার উপ-ধারা (4) এ proviso সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, অধ্যাদেশের 44(4) ধারার আওতায় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন কোম্পানীর আয় কর অব্যাহতিযোগ্য হলেও তার ক্ষেত্রে নতুন সংযোজিত 16D ধারা অনুসারে dividend distribution tax আরোপযোগ্য হবে। ১লা জুলাই ২০০৩ বা এর পরে এসব অব্যাহতি প্রাপ্ত কোম্পানী dividend ঘোষণা করলে ঘোষণার ৬০দিনের মধ্যে ঘোষিত dividend এর উপর ১০% হারে dividend distribution tax প্রদান করতে হবে।

কর অবকাশ সংক্রান্ত 46A ধারার পরিবর্তন

১১। (ক) ধারা 46A এর উপ-ধারা (2A) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক বা বাণিজ্যিক লেনদেন থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠান কর অবকাশের যোগ্য হয় না। এ উপ-ধারাটি সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠান সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে পণ্য ক্রয় করে অথবা তার কাছে বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে কর ফাঁকিতে সহায়তা করলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বছরের কর অবকাশ বাতিলযোগ্য হবে। ১লা জুলাই, ২০০৩ এর পরে সংঘটিত এরূপ লেনদেন এর ক্ষেত্রে বিধানটি প্রযোজ্য হবে।

(খ) ধারা 46A এর উপ-ধারা (3) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কর অবকাশের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কর অবকাশ মঞ্জুর সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ উপ-ধারাটি সংশোধনের মাধ্যমে কর অবকাশের আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে ৪৫ দিন করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০৩ বা এর পর বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত কর অবকাশের আবেদনের ক্ষেত্রে সংশোধিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(গ) 46A ধারার উপ-ধারা (7) সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, অধ্যাদেশের 46A ধারার আওতায় কর অবকাশভোগী কোম্পানীকে মোট আয়ের উপর আয়কর পরিশোধ করতে না হলেও নতুন সংযোজিত 16D ধারা অনুসারে dividend distribution tax প্রদান করতে হবে। ১লা জুলাই ২০০৩ বা এর পরে কোন কর অবকাশভোগী কোম্পানী dividend ঘোষণা করলে ঘোষণার ৬০দিনের মধ্যে ঘোষিত dividend এর উপর ১০% হারে dividend distribution tax প্রদান করতে হবে।

উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা 52D ও 54 সংশোধন

১২। (ক) ধারা 52D অনুসারে ১০ই জুন, ১৯৯৯ বা এর পূর্বে খরিদকৃত সঞ্চয় পত্রের সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে ৫% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান আছে। এ ছাড়াও এ ধারার দ্বিতীয় প্রভাইসো অনুসারে অনুমোদিত প্রভিডেন্ড ফান্ড, সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ড, পেনশন ফান্ড বা গ্রাচুইটি ফান্ড কর্তৃক প্রাপ্ত সঞ্চয়পত্রের সুদকে উৎসে কর কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রভাইসোটি সংশোধনের মাধ্যমে অনুমোদিত প্রভিডেন্ড ফান্ড, সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ড, পেনশন ফান্ড বা গ্রাচুইটি ফান্ড ছাড়াও ওয়াকার্স প্রিফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড কর্তৃক প্রাপ্ত সঞ্চয়পত্রের সুদকে উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

(খ) ধারা 54 অনুসারে dividend প্রদানকালে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান আছে। এ ধারায় একটি প্রভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে নতুন সংযোজিত 16D ধারা অনুসারে dividend distribution tax প্রদেয় হয়

এরূপ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত dividend কে উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কোন কোম্পানী ঘোষিত dividend এর জন্য dividend distribution tax প্রদান করছে সেক্ষেত্রে dividend প্রদানকালে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে না।

বাধ্যতামূলক আয়কর রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত

ধারা 75(1A) সংশোধন

১৩। 75 ধারার (1A) উপ-ধারার বিদ্যমান বিধান অনুসারে করযোগ্য আয় থাকুক বা না থাকুক নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলকঃ

- (ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌর সভা, বিভাগীয় সদর বা জেলা সদরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যিনি ১৬০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের একাধিক তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর মালিক;
- (খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌর সভা, বিভাগীয় সদর বা জেলা সদরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যিনি একটি মোটরগাড়ীর মালিক;
- (গ) সিটি কর্পোরেশন, পৌর সভা, বিভাগীয় সদর বা জেলা সদরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যিনি একজন টেলিফোনের গ্রাহক;
- (ঘ) সিটি কর্পোরেশন, পৌর সভা, বিভাগীয় সদর বা জেলা সদরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যিনি মূসক নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্য।

এ উপ-ধারাটি সংশোধনের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছেঃ

- (ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌর সভা বা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স আছে এবং ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেন এমন ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী;
- (খ) চিকিৎসক, দত্ত চিকিৎসক, উকিল, আয়কর উপদেষ্টা, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, কন্সল্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার বা অন্য কোন অনুরূপ পেশার জন্য স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থা থেকে পেশা চালাবার লাইসেন্স পেয়েছেন এমন কোন ব্যক্তি;
- (গ) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বা ট্রেড এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কোন ব্যক্তি;
- (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা পৌর সভার মেয়র/চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ গ্রহনকারী ব্যক্তি;
- (ঙ) সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহ্বানকৃত টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

তবে আয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে সকল পেশাজীবী এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের বিধানটির কার্যকারিতা সরকার হ্রাসিত করেছেন। তবে যদি কোন পেশাজীবী বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী কোন ব্যক্তির করযোগ্য আয় থাকে তবে তাকে আয়কর আইনের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মামলার ক্ষেত্রে করদাতার ঘোষিত

রিটার্ন গ্রহণ সংক্রান্ত ধারা 82B সংশোধন

১৪। অধ্যাদেশের 82B ধারা সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, নির্ধারিত কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তি শ্রেণীর (assessee, class of assessee or classes of assessee) আয়কর রিটার্নে ঘোষিত আয় গ্রহণ করার জন্য বোর্ড নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। 75(2) ধারায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে এসব করদাতা রিটার্ন দাখিল করলে দাখিলকৃত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র কর নির্ধারণ আদেশ বলে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট সার্কেলের উপ-কর কমিশনার অথবা তাঁর ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করবে। দাখিলকৃত এসব রিটার্নের মধ্যে যে কোন রিটার্ন বোর্ড বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অডিটের জন্য নির্বাচন করতে পারবে।

নির্বাচিত রিটার্ন সমূহের মামলার অডিট সমাপ্তির পর প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার 83/84 ধারায় মামলা নিষ্পত্তি করবেন। সেক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী ১৫ মাস অথবা সংশ্লিষ্ট কর বৎসর শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ বৎসর এ দুইটি সময় সীমার মধ্যে যেইটি আগে শেষ হবে সেই সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির সংস্কার

১৫। (ক) স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা-83A তে নতুন উপ-ধারা (5) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, আয় গোপন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেলে যে কোন স্ব-নির্ধারণী রিটার্ন পুনঃ উন্মোচন করা যাবে। অর্থাৎ অডিটের জন্য নির্বাচিত না হলে অথবা পূর্ববর্তী নিরূপিত আয় অপেক্ষা ২০% বেশী আয় প্রদর্শনের কারণে বা প্রথম বারের মত আয়কর রিটার্ন দাখিলের কারণে কোন স্ব-নির্ধারণী রিটার্ন অডিট থেকে অব্যাহতিযোগ্য হলেও যদি কর ফাঁকির সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় তাহলে সেসব আয়কর রিটার্ন 93 ধারায় পুনঃ উন্মোচন করা যাবে। তবে সুনির্দিষ্ট তথ্য ব্যতীত অনুমান ভিত্তিক পুনঃ উন্মোচন করা যাবে না। ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(খ) অডিটের জন্য নির্বাচিত মামলার ব্যাপারে তামাদি সংক্রান্ত 94 ধারায় উপ-ধারা (1A) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কর বৎসর শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ বৎসর অথবা রিটার্ন দাখিলের মাস হতে পরবর্তী ১৫ মাস এ দু'টির মধ্যে যেটি আগে শেষ হবে সেই সময় সীমার মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচিত মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

- (গ) স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত আয়কর বিধি-38 সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, যে সব করদাতা মোট আয়ের মধ্যে ব্যবসা বা পেশার আয় অন্তর্ভুক্ত আছে অথবা যেসব করদাতা কোন কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার পরিচালক তাঁরা ন্যূনতম ৩,৬০০/- টাকা কর পরিশোধ করলেই কেবল স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের যোগ্য হবেন। অর্থাৎ মোট আয়ের মধ্যে ব্যবসা বা পেশার আয় অন্তর্ভুক্ত আছে এরূপ করদাতা অথবা কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার পরিচালকের মোট আয় যদি এরূপ হয় যে তাঁর প্রদেয় কর ৩,৬০০/- টাকার কম তবে তিনি স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের যোগ্য হবেন না। সেক্ষেত্রে তিনি সাধারণ পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

মামলা তামাদি সংক্রান্ত ধারা-94 সংশোধন

- ১৬। আয়কর মামলা তামাদি সংক্রান্ত ধারা-94 সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কর বৎসর শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ বৎসর বা রিটার্ন দাখিলের মাস হতে পরবর্তী ১৫ মাস এর মধ্যে যেটি আগে শেষ হবে সেই সময়সীমার মধ্যে 82B বা 83A (স্ব-নির্ধারণী) ধারায় অডিটের জন্য নির্বাচিত মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

বোর্ড কর্তৃক কর নির্ধারণ আদেশ অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা 94A বিলোপ

- ১৭। 94A ধারায় করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নে ঘোষিত আয় অপেক্ষা ৩০% এর বেশী আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণী আদেশ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের বিধান ছিল। এ ধারাটি বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১ লা জুলাই, ২০০৩ বা এর পরে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক আয়কর মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না।

তবে কর নির্ধারণ আদেশের মান বজায় রাখার লক্ষ্যে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ক্ষেত্র বিশেষে উপ কর কমিশনার কর্তৃক প্রণীত কর নির্ধারণ আদেশে উর্ধ্বতন আয়কর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পৃথকভাবে প্রশাসনিক আদেশ জারী করছে।

উৎসে কর কর্তন যাচাই সংক্রান্ত ধারা 117A সংযোজন

- ১৮। নতুন ধারা 117A সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা তার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত আয়কর কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়াদি পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ, হিসাবের খাতাপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ড যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে উৎসে কর সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে উপস্থিত হতে পারবেনঃ

- (ক) আয়কর অধ্যাদেশের Chapter VII এর বিধান অনুযায়ী যথাযথ হারে উৎসে আয়কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হচ্ছে কিনা ?
- (খ) সংগৃহীত আয়কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হচ্ছে কিনা ?

আয়কর বিভাগ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের
সংক্রান্ত ধারা 158 সংশোধন

- ১৯। ধারা 158 এ উপ-ধারা (2A) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, আপীলাত কর কমিশনার বা আপীলাত অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আপীল আদেশের বিরুদ্ধে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে উপ-কর কমিশনার ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার আপীল আদেশ সমূহ পরীক্ষা করে ট্রাইব্যুনালে দ্বিতীয় আপীল করার যোগ্য আদেশের ক্ষেত্রে যুক্তি এবং উপাত্ত সহ কর কমিশনারের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দ্বিতীয় আপীল দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। বোর্ড অনুমোদন প্রদান করলে তিনি আপীল আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে দ্বিতীয় আপীল দায়ের করবেন। এ ধারার উপ-ধারা-(5) সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত আপীলের ক্ষেত্রে আপীল ফি প্রদান করতে হবে না। ১লা জুলাই, ২০০৩ বা এর পরে প্রদত্ত আপীল আদেশের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে টি.আই.এন দাখিল সংক্রান্ত
ধারা 184A সংশোধন

- ২০। 184A ধারার বিদ্যমান বিধান অনুসারে করযোগ্য আয় থাকুক বা না থাকুক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিল বাধ্যতামূলকঃ
- (১) আমদানীর জন্য এলসি খোলা;
 - (২) আমদানী রেজিস্ট্রেশনের দরখাস্ত দাখিল;
 - (৩) সিটি করপোরেশন বা বিভাগীয় সদরে অবস্থিত পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন;
 - (৪) সরবাহ বা ঠিকাদারী চুক্তির জন্য টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল;
 - (৫) ভ্যাট নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্য পদের জন্য দরখাস্ত দাখিল;
 - (৬) সাধারণ বীমার সার্ভেয়ারের লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন;
 - (৭) সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত ১ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জমি বা দালান হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশন;

(৮) কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের রেজিস্ট্রেশন, মালিকানা হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশন বা ফিটনেস নবায়ন;

(৯) বানিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ মঞ্জুরী;

ধারাটি সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান ক্ষেত্র ছাড়াও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিলের বিধান করা হয়েছেঃ

(১) ক্রেডিট কার্ড ইস্যু;

(২) ডাক্তার, উকিল, আয়কর পেশাজীবী, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট ও কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি পেশাজীবীদের প্র্যাক্টিসিং লাইসেন্স প্রদান;

(৩) আই.এস.ডি টেলিফোন সংযোগ প্রদান;

(৪) কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা পরিচালকদের জন্য।

১লা জুলাই, ২০০৩ বা এর পরে ক্রেডিট কার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে এ নতুন বিধানটি প্রযোজ্য হবে। একইভাবে ১লা জুলাই, ২০০৩ এর পরে প্রদত্ত আই.এস.ডি টেলিফোন সংযোগের ক্ষেত্রে এবং ঐ তারিখের পরে কোম্পানী নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা পরিচালকদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে। ডাক্তার, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট, উকিল বা আয়কর পেশাজীবীদের ১লা জুলাই, ২০০৩ বা এর পরে রেজিস্ট্রেশন/প্র্যাক্টিসিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

কর অব্যাহতিযোগ্য আয় সম্পর্কিত ষষ্ঠ তফসীলের সংশোধন

২১। (ক) অনিবাসীদের পেনশন আয়কে করমুক্ত করাঃ

অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসীল পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ-৪ এ নিবাসী করদাতাদের পেনশন আয় করমুক্ত ছিল। এ অনুচ্ছেদটি সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, নিবাসী বা অনিবাসী সকল করদাতার পেনশন আয় করমুক্ত হবে। এ বিধান ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে প্রযোজ্য হবে।

(খ) গ্রহীতার হাতে ডিভিডেন্ড আয় করমুক্ত করাঃ

অনুচ্ছেদ-২২ এর বিধান অনুসারে ইতোপূর্বে কোম্পানী ব্যতীত অন্য শ্রেণীভুক্ত করদাতা কর্তৃক ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর ডিভিডেন্ড হতে প্রাপ্ত আয় ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত ছিল। তবে ২৫,০০০/- টাকার বেশী ডিভিডেন্ড আয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয় করযোগ্য ছিল।

এ ধারাটি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, নতুন সংযোজিত 16D ধারা অনুসারে ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স প্রদেয় হয় এরূপ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ডিভিডেন্ড শেয়ার হোল্ডারদের হাতে সম্পূর্ণ করমুক্ত। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০৩ বা এর পরে কোন কোম্পানী কর্তৃক

ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হলে এবং উক্ত কোম্পানী এ ডিভিডেন্ডের জন্য ডিভিডেন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন ট্যাক্স প্রদান করলে ডিভিডেন্ড গ্রহণকারী সকল শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে ঐ ডিভিডেন্ড করমুক্ত হবে।

কোম্পানী নয় এমন করদাতাদের ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড আয় করমুক্ত থাকার পূর্ববর্তী বিধানটি ২০০৩-২০০৪ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য থাকবে।

(গ) মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউনিট সার্টিফিকেট থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড করমুক্ত করাঃ

অনুচ্ছেদ-22A সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউনিট ফান্ডের ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড আয় করমুক্ত হবে। তবে ডিভিডেন্ড ২৫,০০০/- টাকা অতিক্রম করলে সম্পূর্ণ আয় করযোগ্য হবে। এ বিধান ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে করারোপন সংক্রান্ত পরিবর্তনঃ

অনুচ্ছেদ-28 এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এমন কোম্পানী ব্যতীত সকল শ্রেণীর করদাতার রপ্তানি আয়ের ৫০% কর অব্যাহতিযোগ্য। এ অনুচ্ছেদটি সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, অধ্যাদেশের আওতায় প্রণীত কোন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যদি কোন রপ্তানিকারকের আয় কর অব্যাহতিযোগ্য বা হ্রাসকৃত হারে করারোপনযোগ্য হয় তাহলে তিনি রপ্তানিজনিত ৫০% কর অব্যাহতি প্রাপ্য হবেন না। তবে যে সকল রপ্তানিকারক প্রজ্ঞাপনের আওতায় প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করবেন না তারা এ অনুচ্ছেদ অনুসারে রপ্তানিজনিত কর রেয়াতের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এ বিধান ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) ব্যবসা বা পেশায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হস্তান্তরজনিত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদানঃ

অনুচ্ছেদ-31A সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, ব্যবসা বা পেশায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (plant and machinery) হস্তান্তর থেকে উদ্ভূত আয় কর অব্যাহতিযোগ্য হবে। এ বিধান ২০০৩-২০০৪ কর বৎসর থেকে প্রযোজ্য হবে।

সেনা কল্যাণ সংস্থা ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে

প্রদত্ত কর অব্যাহতি প্রত্যাহার

২২। (ক) S.R.O. No. 94-L/80, তাং ৯/৪/৮০ ও S.R.O. No. 62-L/86, তাং ১৯/২/৮৬; দ্বারা সেনা কল্যাণ সংস্থা ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত ইহার বিভিন্ন কোম্পানী/ইউনিটের আয় করমুক্ত ছিল। এস.আর.ও নং-২১৩ আয়কর/২০০৩, তাং ১৯/৭/২০০৩ দ্বারা প্রদত্ত অব্যাহতি প্রত্যাহার করে উক্ত এস.আর.ও দু'টি রহিত করা হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ আয় বছর অর্থাৎ

২০০৪-২০০৫ কর বৎসর থেকে সেনা কল্যাণ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কোম্পানী বা ইউনিটের আয় করারোপযোগ্য হবে। একই সাথে এস.আর.ও নং-২১৬ আয়কর/ ২০০৩, তাং ১৯/৭/২০০৩ দ্বারা সেনা কল্যাণ ভবন, ঢাকা এবং সেনা কল্যাণ ভবন, খুলনার অর্জিত গৃহ সম্পত্তির আয়কে প্রদত্ত কর অব্যাহতি বহাল রাখা হয়েছে।

- (খ) S.R.O. No. 266-L/82, তাং ৮/৭/৮২ দ্বারা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত ইহার বিভিন্ন কোম্পানী/ইউনিটের আয় করমুক্ত ছিল। এস.আর.ও নং-২১৩ আয়কর/২০০৩, তাং ১৯/৭/২০০৩ দ্বারা প্রদত্ত অব্যাহতি প্রত্যাহার করে উক্ত এস.আর.ও টি রহিত করা হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ আয় বছর অর্থাৎ ২০০৪-২০০৫ কর বৎসর থেকে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কোম্পানী বা ইউনিটের আয় করারোপযোগ্য হবে।

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং হাঁস-মুরগীর খামার,
গবাদি পশুর খামার, মৎস্য খামারকে প্রদত্ত
কর অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধি

- ২৩। (ক) এস.আর.ও নং ১৭৫-আয়কর/২০০২, তাং ০৩/০৭/২০০২ দ্বারা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের আয় ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত কর অব্যাহতিযোগ্য ছিল। এস.আর.ও নং-২১৪ আয়কর/২০০৩, তাং ১৯/০৭/২০০৩ এর মাধ্যমে উক্ত অব্যাহতির মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- (খ) এস.আর.ও নং ১৬৮-আইন/২০০১, তাং ২৮/০৬/২০০১ দ্বারা হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, মৎস্য খামার ইত্যাদির আয় ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত কর অব্যাহতিযোগ্য ছিল। এস.আর.ও নং -২১৫ আয়কর/২০০৩, তাং ১৯/০৭/২০০৩ এর মাধ্যমে উক্ত অব্যাহতির মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কোম্পানীর রপ্তানি
আয়কে হ্রাসকৃত হারে করারোপন

- ২৪। এস.আর.ও নং-২১৭ আয়কর/২০০৩, তাং ১৯/০৭/২০০৩ এর মাধ্যমে ১লা জুলাই ২০০৩ থেকে ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরী পোশাক উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানীর রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত ১০% হারে করারোপনের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরী পোশাক রপ্তানিতে নিয়োজিত কোম্পানীর রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত ১০% হারে করারোপন করা হবে।

বস্ত্র শিল্পের আয়কে হ্রাসকৃত হারে করারোপন

- ২৫। এস.আর.ও নং -২১৮ আয়কর/২০০৩, তাং ১৯/০৭/২০০৩ এর মাধ্যমে ১লা জুলাই ২০০৩ থেকে ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত বস্ত্র উৎপাদনের সাথে জড়িত সূতা উৎপাদন,

সূতা ডাইং, ফিনিসিং, কোনিং কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইং, ফিনিসিং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোম্পানীর আয়ের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত ২০% হারে করারোপনের বিধান করা হয়েছে। তবে বস্ত্র খাতের রপ্তানিকারক কোন কোম্পানী যদি এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় ২০% হারে করারোপনের সুবিধা গ্রহণ না করে তবে ঐ কোম্পানী নিয়মিত হারে কর প্রদান করে অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিল পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ-২৪ অনুযায়ী রপ্তানি রেয়াতের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

**করদাতা কর্তৃক আপীল বা ট্রাইব্যুনাতে মামলা দায়েরের
বিষয়টি উপ-কর কমিশনারকে অবহিতকরণ**

২৬। এস.আর.ও নং -২১৯ আয়কর/২০০৩, তাং ১৯/০৭/২০০৩ এর মাধ্যমে আয়কর বিধি 27, 27A এবং 28 সংশোধন করে করদাতা কর্তৃক আপীল বা ট্রাইব্যুনাতে মামলা দায়েরের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারকে অবহিত করার বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই ২০০৩ বা এর পর থেকে করদাতা কর্তৃক আপীল বা ট্রাইব্যুনাতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল ফরমের একটি কপি সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট দাখিল করতে হবে।

ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এর সংশোধনঃ

২৭। (ক) ভ্রমণ কর আইনের ২ ধারায় দফা (গগ) সংযোজনের মাধ্যমে ১৮ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিদের "শিশু" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তির জন্য ভ্রমণ কর প্রদেয় হবে না।

(খ) ভ্রমণ কর আইনের ৫ ধারায় উপ-ধারা (৫) ও (৬) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, ভ্রমণ কর আদায়কারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভ্রমণ কর সরকারী কোষাগারে জমা দান করতে ব্যর্থ হলে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর আদায়কারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভ্রমণ করের মূল অংক ছাড়াও যে কর জমা দেয়া হয়নি তার উপর মাসিক ২% হারে সুদ আদায়যোগ্য হবে।

আমিনুর রহমান

প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/বাজেট-৩/২০০৩-২০০৪/ তারিখঃ ১১/০৮/২০০৩ ইং

পরিপত্র নং-২/২০০৩

বিষয়ঃ পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ প্রসংগে।

এস.আর.ও নং-২০৪-আইন/আয়কর/২০০৩, তারিখঃ ১৩/৭/২০০৩ দ্বারা আয়কর বিধি ২৬ সংশোধন করা হয়েছে এবং নতুন বিধি ২৬A সংযোজন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী উৎসে সংগৃহীত কর ব্যতিত অন্য সকল আয়কর পরিশোধ মেট্রোপলিটন সিটি, বিভাগীয় সদর বা জেলা সদরে অবস্থিত করদাতাদের ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। এই এলাকার বাহিরের করদাতাদের ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট অথবা তফসিলি ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। করদাতাগণ সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলের উপ কর কমিশনারের অনুকূলে পরিশোধিতব্য আয়করের অংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক প্রদান করবেন। এখন থেকে করদাতা কর্তৃক নগদ অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে কর পরিশোধের ব্যবস্থা বাতিল করে পরিবর্তিত এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

০২। করদাতা বা তাঁর প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলের উপ কর কমিশনারের নিকট পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট/এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক উপস্থাপন করবেন। সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট/ এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের প্রাপ্তি স্বীকার করে তাৎক্ষণিক ভাবে নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক করদাতাকে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করবেন :

প্রাপ্তি স্বীকার পত্র
(অফিস অংশ)

প্রাপ্তি স্বীকার পত্র
(করদাতার অংশ)

জনাব/মেসার্স
টি.আই.এন এর
নিকট হতে কর বর্ষের
আয়কর পরিশোধ বাবদ
..... ব্যাংকের
..... শাখার
..... (কথায়ঃ
.....) টাকার পে-

জনাব/মেসার্স
টি.আই.এন এর
নিকট হতে কর
বর্ষের আয়কর পরিশোধ বাবদ
..... ব্যাংকের
..... শাখার
..... (কথায়ঃ
.....) টাকার পে-

অর্ডার/ ডিমান্ড ড্রাফট/এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক
নং তারিখঃ
..... এর প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম।

উপ কর কমিশনার

তারিখঃ
সার্কেলঃ
কর অঞ্চলঃ

অফিসের সিল

অর্ডার/ ডিমান্ড ড্রাফট/এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক
নং তারিখঃ
..... এর প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম।

উপ কর কমিশনার

তারিখঃ
সার্কেলঃ
কর অঞ্চলঃ

অফিসের সিল

০৩। সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনার প্রাপ্ত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট/এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকটি রেজিষ্টারে এন্ট্রি করবেন এবং চালান তৈরী করে collection এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারী শাখায় প্রেরণ করবেন। পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট/এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের টাকা collection এর পর প্রাপ্ত চালানের একটি কপি করদাতাকে প্রদান করবেন।

০৪। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত আয়কর সরকারী কোষাগারে জমাদানের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত বিধান প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে পূর্বের বিধান বহাল থাকবে।

তাহমিদ হাসনাত খান
দ্বিতীয় সচিব (আয়কর আইন ও বিধি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেশন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/০২/২০০৩/

তারিখঃ ০২/০৯/২০০৩ ইং

পরিপত্র নং-৩/২০০৩

বিষয়ঃ **Dividend distribution tax** এর উপর উৎসে কর্তনকৃত আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত স্পষ্টিকরণ।

অর্থ আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন 16D ধারা সংযোজন করে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক ডিভিডেন্ড ঘোষণার ক্ষেত্রে ১০% হারে dividend distribution tax আরোপের বিধান করা হয়েছে। যেসব কোম্পানীর ক্ষেত্রে dividend distribution tax আরোপিত হয় সে সব ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের হাতে ডিভিডেন্ড আয় করমুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড বিতরণকালে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের 54 ধারায় আনুসঙ্গিক পরিবর্তনের ফলে dividend distribution tax আরোপযোগ্য কোম্পানীকে ডিভিডেন্ড প্রদানকালে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে না। dividend distribution tax কোথায় জমা করতে হবে তা নিয়ে কোন কোন মহলে বিভ্রান্তি আছে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে নিম্নরূপ স্পষ্টায়ন করছে :

- (ক) যে সব কোম্পানীর ক্ষেত্রে dividend distribution tax আরোপিত হয় সে সব কোম্পানীকে তাদের কর নির্ধারণ যে কর সার্কেলে সম্পন্ন হয় সেই কর সার্কেলের উপ কর কমিশনার এর অনুকূলে dividend distribution tax জমা করতে হবে।
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সব কোম্পানীর ক্ষেত্রে dividend distribution tax আরোপিত হয় না তাদেরকে পূর্বের আধিকৃত মোতাবেক অধ্যাদেশের 54 ধারা মোতাবেক dividend এর উপর উৎসে কর্তনকৃত আয়কর জমা করতে হবে।

তাহমিদ হাসনাত খান
দ্বিতীয় সচিব (আয়কর আইন ও বিধি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেশন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/০১/২০০৪/

তারিখঃ ২১/০৩/২০০৪ইং

পরিপত্র নং-৪ (আয়কর)
২০০৩-২০০৪

বিষয়ঃ কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী বন্ড অথবা সিকিউরিটি ক্রয় প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র নং-৩(আয়কর), ১৯৯৪-৯৫, নথি নং- ৩(৩)/কর-৮/৯০, তারিখ- ১৪/১১/৯৪ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, এখন হইতে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, বোনাস সঞ্চয়পত্র, ৫ বৎসর মেয়াদী বোনাস সঞ্চয়পত্র এবং ৩ বৎসর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি কোন প্রকার সঞ্চয়পত্র আয়কর অধ্যাদেশের ৪৬(২বি)(সিসি) ও ৪৬(এ)(২)(সি) ধারার বিধান মতে কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্পের আয়ের কর অব্যাহতির ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ পুনঃবিনিয়োগের শর্ত পূরণের জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে না। কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ তাহাদের করমুক্ত আয়ের নির্দিষ্ট অংশ সরকারী বন্ড অথবা সিকিউরিটিজ ক্রয়ের পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

এতদ্বারা ইতোপূর্বে জারীকৃত পরিপত্র নং-৩(আয়কর), ১৯৯৪-৯৫, নথি নং- ৩(৩)/কর-৮/৯০, তারিখ-১৪/১১/৯৪ইং বাতিল করা হইল। এই বিধান জারীর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

Bangladesh Tax Update

www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

ফছি উদ্দিন

প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।